শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৃন্দারণ্যস্মরণ-প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন ; প্রচল (চঞ্চল) রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন—এবম্ভূত চৈতন্য-দেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৯৭। ক্বচিৎ যঃ পয়োরাশেঃ (সমুদ্রস্য) তীরে (তটে বালুকা-খণ্ডে) স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া (স্ফুরন্তীনাং সুশোভিতানাং উপবনালীনাং উপবনপুঞ্জানাং কলনয়া অবলোকনেন) মুহুঃ (অনুক্ষণং) বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (বৃন্দাবন-চিন্তো-দয়াৎ প্রেম্ণা কৃষ্ণপ্রেমলালসয়া বিবশঃ) অভূৎ, কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ (কৃষ্ণেতি নাম্নঃ সদাকীর্ত্তনেন প্রচলা চঞ্চলা রসনা যস্য সঃ) ভক্তিরসিকঃ সঃ চৈতন্যঃ মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (মার্গং) পুনরপি কিং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস আসিয়া-ছিলেন। কালিদাস গৌড়দেশস্থ সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়াছিলেন ; ঝড়ুঠাকুরের অধরামৃত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। সেই সুকৃতিবলে নীলাচলে মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পাইলেন। সপ্তবর্ষবয়সে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও দিয়া-ছিলেন। বল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভু ফেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করাইয়া স্বয়ং কৃষ্ণের অধরামৃত-পানে নিমগ্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক ভক্তিশিক্ষা-দাতা গৌরের প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ প্রভুর লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে ।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

পরবর্ষে রথযাত্রোপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত কালিদাসের আগমন ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম ।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি জানে আন ॥ ৫ ॥

কালিদাসের গুণ ঃ—

মহাভাগবত তেঁহো, সরল উদার ।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার ॥ ৬ ॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায় ।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায় ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভাক্ কালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয় ঃ—

রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্ত-গণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেম-দীক্ষা-বিষয়ক দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৬। 'কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার'—কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত (স্বীয়) ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃষ্ণভাবামৃতং (উন্নতোজ্জ্বলরসং) স্বয়ম্ আস্বাদ্য ভক্তান্ (নিজাশ্রিতান্) আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং (শুদ্ধ-প্রীতিমূলাং ভজনপ্রণালীং) চ অশিক্ষয়ৎ (উপদিদেশ), তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৭। কোন অনর্থযুক্ত জীব যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণবে সমর্পিতাত্ম,

মহাসৌভাগ্যবান্ কালিদাসের বৈষ্ণবে অদ্বিতীয় সেবাপ্রবৃত্তি-হেতু মহামহাপ্রসাদে বিশ্বাস ঃ—

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত—ছোট, বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥ ১০ ॥
তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাঞা ॥ ১১ ॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায়।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি' খায় ॥ ১২ ॥

কালিদাসের বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রাহিত্য ঃ—

শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এইমত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা ॥ ১৩ ॥

কালিদাস ও ঝড়ু-ঠাকুরের বৃত্তান্ত ঃ—

ভুঁইমালি-জাতি, 'বৈষ্ণব'—'ঝড়ু' তাঁর নাম।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥ ১৪ ॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা।
তাঁর পত্নীরে তবে নমস্কার কৈলা ॥ ১৫ ॥
পত্নী-সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈলা কালিদাসেরে দেখিয়া ॥ ১৬ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি' তাঁর সনে।
ঝড়ুঠাকুর কহে তাঁরে মধুর-বচনে ॥ ১৭ ॥

ঝড়ুঠাকুরের দৈন্যমূলে বঞ্চন-চেষ্টা, অমানিত্ব ও মানদত্ব ঃ—

"আমি নীচজাতি, তুমি—অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিমু তোমার সেবন?? ১৮ ॥
আজ্ঞা দেহ',—ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥" ১৯ ॥

কালিদাসের দৈন্যোক্তি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রাহিত্য ঃ—

কালিদাস কহে,—"ঠাকুর, কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুই পতিত পামরে ॥ ২০ ॥
পবিত্র হইনু মুই, পাইনু দরশন।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥ ২১ ॥
এক বাঞ্ছা হয়,—যদি কৃপা করি' কর।
পাদরজ দেহ', পাদ মোর মাথে ধর ॥" ২২ ॥

অমানী মানদ ঝড়ুঠাকুরের দৈন্যোক্তি ঃ—

ঠাকুর কহে,—"ঐছে বাত্ কহিতে না যুয়ায়।
আমি—নীচ জাতি, তুমি—সুসজ্জন রায় ॥" ২৩ ॥

ঝড়ুঠাকুরের নিকট কালিদাসের বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকপাঠ ঃ—

তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি' শুনাইল।
শুনি' ঝড়ুঠাকুরের বড় সুখ হইল ॥ ২৪ ॥

হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥২৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। ভুইমালী—হড্ডী ('হাঁড়ি') তুল্য জাতিবিশেষ।

অনুভাষ্য

অনন্যভাক্ ও অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শ্রীকালিদাসের কৃষ্ণনাম-নিষ্ঠার অনুসরণ না করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ অক্ষজ বহির্দর্শনে তাঁহার বঞ্চনলীলার অনুকরণপূর্ব্বক কখনও পাশা (দ্যূত)-ক্রীড়াদি বৃথা ব্যসনে আসক্ত হয়, তাহা হইলে (ভাঃ ১।১৮।৩৮-৪১ শ্লোকানুসারে) তাহার কলির দাসত্বহেতু পাপ বা অধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। বাহিরে তাহার নামোচ্চারণ-অনুকরণ ও চেষ্টা থাকিলে সেই নামোচ্চারণানুকরণ-চেষ্টাই নাম-বলে পাপ প্রবৃত্তিহেতু নামাপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে এবং জগতের শিক্ষিত, সংযত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিমাত্রেই ধর্ম্মের নামে তাহার ঐ প্রকার ভণ্ডামী বা দুর্নীতিমূলক কাপট্যের নিন্দা করিবে।

১০। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব—শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব।

অনুভাষ্য

১৩। শূদ্র-বৈষ্ণব—শৌক্রশূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব।

৫-১৪। কালিদাস ও ঝড়ুঠাকুর—ইঁহাদের উভয়ের শ্রীপাট-বাটী 'ভেদো' বা 'ভাদুয়া' গ্রামে ছিল। শ্রীল দাস গোস্বামীর প্রকটভূমি 'কৃষ্ণপুর' গ্রাম হইতে তিনমাইল দক্ষিণে ও ই-আই-আর লাইনে ব্যাণ্ডেল-জংশন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, ডাকঘর—দেবানন্দপুর। ঝড়ুঠাকুরের সেবিত শ্রীমদন-গোপাল-বিগ্রহ এইস্থানে শ্রীরামপ্রসাদ দাস নামক জনৈক রামায়েৎ দ্বারা পূজিত হইতেছেন। শুনা যায়, কালিদাসের সেবিত-বিগ্রহ সরস্বতী-নদীতীরবর্ত্তী শঙ্খ-নগরে এতাবৎকাল কোনপ্রকারে সেবিত হইয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি কিঞ্চিদধিক বিশ-বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবেণীর অধিবাসী মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি লইয়া গিয়া নিজগৃহে সেবা করিতেছেন।

২৫। মধ্য, ১৯শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণভক্তের পদবী নির্ণয় ঃ—

শুনি' ঠাকুর কহে,—"শাস্ত্র, এই সত্য হয় ।
সেই নীচ নহে,—যাঁতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণভক্তের জড়াভিমানশূন্য অপ্রাকৃত-অভিমানময় অমানিত্ব ও মানদত্ব ঃ—

আমি—নীচজাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি ।
অন্য ঐছে হয়, আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥" ২৯ ॥

মানদ ঝড়ুঠাকুরের কালিদাসানুব্রজ্যা, স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

তাঁরে নমস্করি' কালিদাস বিদায় মাগিলা ।
ঝড়ুঠাকুর তবে তাঁর অনুব্রজি' আইলা ॥ ৩০ ॥

তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইল ।
তাঁর চরণ-চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল ॥ ৩১ ॥

কালিদাসের প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বাঙ্গে বৈষ্ণব-জ্ঞানে ঝড়ুঠাকুরের ধূলি-মৃক্ষণ ঃ—

সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা ।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বব্রাহ্মণ-গুরু ঝড়ুঠাকুরের মনোময়ী অর্চ্চার মানস-পূজান্তে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-জ্ঞানে আম্রভোজন ঃ—

ঝড়ুঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল ।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

২৬। মধ্য, ২০শ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭। মধ্য, ১১শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। মহাভারতে বনপর্ব্বে ১৮০ অঃ—"শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।।" ঐ বনপর্ব্বে ২১১ অঃ—"শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌-গুণানুপতিষ্ঠতঃ। আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভি-জায়তে।।"* ঐ অনুশাসন-পর্ব্বে ১৬৩ অঃ—"স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্য-মুপজীবতি। ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি।। এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা। শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।। ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্‌।।"✤ ভাঃ ৪।২১।১২—'সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক-দণ্ডধৃক্‌। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ।।" ভাঃ ৭।১১।৩৫—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্‌। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।"* পাদ্মে—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।।" "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্‌। বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্‌।।" 'শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্‌।।"* গারুড়ে,—"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্‌ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।।" তত্ত্বসাগরে—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌।।"* প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-ব্রাহ্মণতা নিত্য অনুস্যূত জানা যায়। অতএব নীচ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিও কৃষ্ণভক্তিমান্‌ হইলে আর তাঁহার নীচজাতিত্ব থাকিতে পারে না।

২৯। 'বৈষ্ণব' নহি,—ইহা ঝড়ুঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত উদারতা এবং আপনার নিরভিমানিত্ব-জ্ঞাপকমাত্র, 'আমা-ব্যতীত অন্য সমুদয় কৃষ্ণভক্তেরই শাস্ত্রীয়-সত্যানুসারে উত্তমাধিকার ; আর কেবলমাত্র আমিই ভক্তিহীন এবং নীচকুলোদ্ভূত ; আমার উচ্চাধিকার লাভের শক্তি নাই',—ইত্যাদি শুদ্ধভক্তোচিত দৈন্যোক্তিই বাস্তবিক দেহাত্মবুদ্ধিমুক্ত মহাভাগবতগণের স্বভাব।

** মহাভারতে বনপর্ব্বে—'শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণে সে-লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি শূদ্র নহেন এবং ব্রাহ্মণ-বংশোৎপন্ন জনও ব্রাহ্মণ নহেন।' 'শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সদ্‌গুণসমূহ তাঁহাতে বিরাজমান থাকে, সেস্থলে 'সরলতা'-নামক গুণ থাকিলে তাঁহার ব্রাহ্মণতা হইয়া থাকে।' ✤ মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে—'ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণতা হইয়া থাকে—সেই ধর্ম্মে স্থিত কোন ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। হে দেবি! এইসকল আচরিত শুভকর্ম্মসমূহদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণতা লাভ করেন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হন। জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ কহে, বৃত্তই (স্বভাবই) একমাত্র কারণ।' * শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।১২)—'সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্‌ পৃথু মহারাজের আজ্ঞা ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণ-ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল। ভাঃ ৭।১১।৩৫—মানবগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে-স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই লক্ষণদ্বারাই সেই বর্ণত্বে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। * পদ্মপুরাণে—'ভগবদ্ভক্তগণ 'শূদ্র' নহেন, তাঁহারা 'ভাগবত' বলিয়া অভিহিত হন। সর্ব্ববর্ণ-মধ্যে তাহারাই শূদ্র, যাহারা শ্রীজনার্দ্দনের ভক্ত নহেন।' 'জগতে কুক্কুরভোজী চণ্ডালগণকে যেমন দর্শন করিতে নাই, তদ্রূপ বিপ্র অবৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে দর্শন করা নিষিদ্ধ ; কিন্তু বৈষ্ণব বর্ণবহির্ভূত হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন।' 'যিনি ভগবদ্ভক্তকে 'শূদ্র' অথবা 'নিষাদ' বা 'শ্বপচ' ইত্যাদিরূপে সাধারণ জাতি-বুদ্ধিক্রমে দর্শন করেন, তিনি নিশ্চিতই নরকগমন করেন।' ✤ গরুড়পুরাণে—'এই অষ্টবিধা ভক্তি যে-ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও বর্ত্তমান থাকে, তিনি—বিপ্রপ্রধান, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত বলিয়া জানিতে হইবে।' তত্ত্বসাগরে—'যেরূপ, 'কাংস্য'-ধাতু রসবিধানহেতু স্বর্ণতা লাভ করে,সেরূপ মানবগণের দীক্ষাবিধানদ্বারা দ্বিজত্ব লাভ হইয়া থাকে।'*

কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া ।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণব-পত্নীর বৈষ্ণব-পত্যুচ্ছিষ্ট সম্মান ঃ—

চুষি' চুষি' চোষা আঠি ফেলিলা পাটুয়াতে ।
তাঁরে খাওয়াঞা তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে ॥ ৩৫ ॥
আঠি-চোষা সেই পাটুয়া-খোলাতে ভরিয়া ।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইলা লঞা ॥ ৩৬ ॥

মহাসৌভাগ্যবান্ কালিদাসের মহানন্দে অপ্রাকৃত-
বুদ্ধিতে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-সম্মান ঃ—

সেই খোলা, আঁঠি, চোকলা চুষে কালিদাস ।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস ॥ ৩৭ ॥

গৌড়দেশস্থ সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-
সম্মানকারী কালিদাস ঃ—

ঐইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে ॥ ৩৮ ॥

পুরী আসিলে কালিদাসপ্রতি প্রভুর নিষ্কপট মহাকৃপা ঃ—

সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর কমণ্ডলু-বাহক গোবিন্দ ঃ—

প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে ।
জল-করঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে ॥ ৪০ ॥

সিংহদ্বারের নিকটে সোপানতলে গর্ত্তমধ্যে
প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ঃ—

সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে ।
বাইশ 'পহাচ'-তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥ ৪১ ॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালনে ।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৪২ ॥

লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপী প্রভুর কঠোর নিয়ম ঃ—

গোবিন্দেরে মহাপ্রভু কৈরাছে নিয়ম ।
"মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন ॥" ৪৩ ॥

অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলেরই
প্রভুপাদোদকে অনধিকার ঃ—

প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল ।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি' কোন ছল ॥ ৪৪ ॥

কালিদাসের প্রভু-পাদোদকগ্রহণার্থ প্রভুসমীপে হস্তপ্রসারণ ঃ—

একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে ।
কালিদাস আসি' তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥ ৪৫ ॥

তিনবার করপুটে প্রভু-পাদোদকপানান্তে প্রভুর নিবারণ ঃ—

এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর স্বীয় পাদোদকপ্রদানান্তে পুনর্গ্রহণে নিষেধ ঃ—

"অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার ।
এতাবতা বাঞ্ছা পূরণ করিলুঁ তোমার ॥" ৪৭ ॥

অন্তর্যামী পরমেশ্বর গৌরসুন্দর ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর ।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ ৪৮ ॥

বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-হেতু কালিদাসকে ব্রহ্মাদিরও
দুর্ল্লভ কৃপা-প্রদর্শন ঃ—

সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা ।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥ ৪৯ ॥

প্রভুর শ্রীনৃসিংহ-প্রণাম ঃ—

বাইশ 'পহাচ'-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে ।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥ ৫০ ॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার ।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥ ৫১ ॥

শুদ্ধভক্তি-প্রচারক-ভক্তৈকরক্ষক, পাষণ্ড-মর্দ্দন,
ভক্তপ্রিয় শ্রীনৃসিংহের প্রণাম ঃ—
নৃসিংহ-পুরাণ-বচনদ্বয়—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। বাইশ পহাচ—বাইশ 'পাহাচ' ; উড়িয়াগণ সিঁড়ির এক এক ধাপকে 'পাহাচ' বলে। সিংহদ্বার দিয়া উঠিতে হইলে বাইশ 'পাহাচ' দিয়া উঠিতে হয়।

৫২। প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ক নরসিংহকে নমস্কার ; হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলা-ছেদক-নখধারী নৃসিংহকে নমস্কার।

অনুভাষ্য

৩০। অনুব্রজি'—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া।

৩৪। পাটুয়া-খোলা—পাতা ও বাকল ; নিকাশিয়া—বাহির করিয়া।

৩৭। চোকলা—খোলা।

৪১। আড়ে—আড়ালে, অন্তরালে ; বর্ত্তমানকালে এইসকল স্থান পতিতাবস্থায় আর নাই, তথায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ে—গর্ত্তে।

৪৭। এতাবতা—এই পর্য্যন্ত।

৫২। হিরণ্যকশিপোঃ (কশ্যপতনয়স্য প্রহ্লাদপিতুঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিনঃ দৈত্যরাজস্য) বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে (বক্ষঃ এব শিলাঃ তস্যাঃ টঙ্কঃ পাষাণ-বিদারকাস্ত্রবিশেষঃ, টঙ্কঃ এব

শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের সর্ব্বত্রই অধোক্ষজ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্ব-রক্ষকরূপে দর্শন ঃ—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৫৩॥

প্রভুর প্রসাদান্ন-ভোজন ঃ—

তবে প্রভু করিলা জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি' করিলা মধ্যাহ্ন-ভোজন ॥ ৫৪ ॥

উচ্ছিষ্টলাভ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান কালিদাসকে প্রভুর ইচ্ছামতে তদুচ্ছিষ্টদান ঃ—

বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫৫ ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ ৫৬ ॥

প্রভুর চরম কৃপালাভের একমাত্র কারণ ঃ—

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥ ৫৭ ॥

সকল সাধককে গ্রন্থকারের উপদেশ ঃ—

তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ও ভক্তোচ্ছিষ্টের সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ'-নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥ ৫৯ ॥

সাধকের চিদ্বলাধানকারী অপ্রাকৃত বস্তুত্রয় ঃ—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥ ৬০ ॥

উক্ত বস্তুত্রয়-সেবনই পরমপুরুষার্থরূপ প্রয়োজনলাভের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত একমাত্র উপায় ঃ—

এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ ৬১ ॥

পরমপুরুষার্থ প্রেম-লাভেচ্ছু নিখিল সাধককে গ্রন্থকারের সনির্ব্বন্ধ উপদেশ ঃ—

তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন ॥ ৬২ ॥

উক্ত সাধনত্রয়ই কৃষ্ণনাম-প্রেম-কৃপালাভের একমাত্র উপায় ঃ—

তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস ॥ ৬৩ ॥

পুরীতে ভক্তোচ্ছিষ্টে বিশ্বাস-হেতুই কালিদাসকে ভগবানের কৃপা ঃ—

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈলা অলক্ষিতে ॥ ৬৪ ॥

রথযাত্রোপলক্ষে শিবানন্দের পরমানন্দপুরীদাস-পুত্রসহ পুরীগমন ঃ—

সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লইয়া আইলা।
'পুরীদাস'-ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥ ৬৫ ॥

পুরীদাসের প্রভুপদে প্রণাম ঃ—

পুত্রসঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভু-স্থানে।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণনামোচ্চারণার্থ তাহাকে আদেশ, বালকের মৌনভাব ঃ—

'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু বলেন বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥ ৬৭ ॥

তদর্থে শিবানন্দের ব্যর্থ যত্ন ঃ—

শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন করিলা।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥ ৬৮ ॥

তদ্দর্শনে স্বয়ং প্রভুর বিস্ময়োক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি নাম জগতে লওয়াইলু।
স্থাবরে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইলুঁ ॥ ৬৯ ॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে!"
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ,—এবম্বিধ সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।

৬০। তিন সাধনের বল—ভক্তের পদধূলি গ্রহণ, ভক্তের পদজল গ্রহণ এবং ভক্তের অধরামৃত গ্রহণ—এই তিনটীই সর্ব্ব সাধনের বলস্বরূপ।

অনুভাষ্য

নখানাং আলিঃ শ্রেণী যস্য তস্মৈ) প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে (হিরণ্য-কশিপোঃ তনয়স্য শুদ্ধবৈষ্ণবপ্রবরস্য আনন্দদাত্রে) নরসিংহায় (নৃসিংহদেবায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৫৩। ইতঃ (অস্মিন্ স্থানে দেবীধাম্নি) নৃসিংহঃ, পরতঃ (পরব্যোম্নি) নৃসিংহঃ, যতঃ যতঃ (যত্র যত্র) [প্রতি-] যামি, ততঃ (তত্র) নৃসিংহঃ ; বহিঃ (প্রপঞ্চ) নৃসিংহঃ ; হৃদয়ে (অন্তর্জ্জগতি) নৃসিংহঃ [স্ফুরতি] ; অতঃ আদিম্ (আদিদেবং সর্ব্বমূলং) নৃসিংহম্ [অহং] শরণং প্রপদ্যে (আশ্রয়ে ইত্যর্থঃ)।

৫৫। ঠারে—ইশারায়, সঙ্কেতে।

স্বরূপকর্ত্তৃক পুরীদাসের মৌনাবস্থান-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ঃ—

"তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে ॥ ৭১ ॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥" ৭২ ॥

অন্যদিন প্রভুর আদেশে বালক পুরীদাসের মৌনভঙ্গ ও শ্লোক-পঠন ঃ—

আর দিন কহেন প্রভু,—"পড়, পুরীদাস।"
এই শ্লোক করি' তেঁহো করিলা প্রকাশ ॥ ৭৩ ॥

গোপীহৃদয়-ভূষণ কৃষ্ণের জয় ঃ—
কবিকর্ণপূর-কৃত আচার্য্যশতকে (১)—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭৪ ॥

শিশুর শ্লোকরচনায় সকলের বিস্ময় ঃ—

সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে,—লোকে চমৎকার মন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি-দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭৬ ॥

গৌড়ীয়গণকে গৌড়ে যাইতে আদেশ ঃ—

ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারিমাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥ ৭৭ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তসঙ্গে বাহ্যদশায় কৃত্য কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন-প্রচার ছাড়িয়া অন্তর্দশায় কৃষ্ণবিরহিণী গোপীভাবে উন্মাদ ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈলা উন্মাদ প্রধান ॥ ৭৮ ॥

অনুক্ষণ কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণসঙ্গানুভূতি বা স্ফূর্ত্তি ঃ—

রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাদনুভবে,—যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর উদঘূর্ণোক্তি ও জগন্নাথরূপী শ্যামসুন্দর-দর্শন ঃ—

এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে।
সিংহদ্বারে দলই আসি' করিল বন্দনে ॥ ৮০ ॥
তারে বলে,—"কোথা কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও" বলি' ধরে তার হাত ॥ ৮১ ॥
সেহ কহে,—"ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দরশন ॥" ৮২ ॥
"তুমি মোর সখা, দেখাহ,—কাঁহা প্রাণনাথ?"
এত বলি' জগমোহন গেলা ধরি' তার হাত ॥ ৮৩ ॥
সেহ বলে,—"এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দরশন ॥" ৮৪ ॥
গরুড়ের পাছে রহি' করেন দরশন।
দেখেন,—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ ৮৫ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন বর্ণিত ঃ—

এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৮৬ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৭)—

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতঃ গচ্ছন্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত তদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮৭ ॥

জগন্নাথের বাল্য-ভোগ ঃ—

হেনকালে 'গোপাল-বল্লভ'-ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥ ৮৮ ॥

জগন্নাথ-সেবকগণের প্রভুকে মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু-ঠাঞি কৈল আগমন ॥ ৮৯ ॥
মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। যিনি—শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

৮০। দলই—দ্বারপাল।

৮৭। 'হে সখে দ্বারপাল, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাঁহাকে এখানে শীঘ্র দেখাও',—দ্বারপালকে উন্মত্তের ন্যায় এইরূপ বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণ দেখিবার জন্য দ্রুত চলিলেন! এবম্ভূত গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করুন।

৮৮। বল্লভভোগ—যাহাকে এ প্রদেশে 'বালভোগ' বলে।

অনুভাষ্য

৭১। শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্তমন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না; শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছি।

৭৪। শ্রবসোঃ (কর্ণয়োঃ) কুবলয়ঃ (নীলোৎপলং) তথা অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুষোঃ) অঞ্জনং (কজ্জ্বলশোভনম্) উরসঃ (বক্ষসঃ) মহেন্দ্রমণিদাম (ইন্দ্রনীলমণিমালা) বৃন্দাবনরমণীনাং (ব্রজললনানাম্) অখিলং (সর্ব্ববিধং) মণ্ডনম্ (অলঙ্কাররূপঃ) হরিঃ জয়তি।

৮২। ইঁহা হয়—হিঁয়া হ্যায়, (হিন্দী)—এখানে আছেন।

৮৭। হে সখে, মে (মম) কান্তঃ (কৃষ্ণঃ) ক্ব (কুত্র)? ত্বম্ এব ইহ (অস্মিন্ স্থানে সময়ে বা) তং (কান্তং কৃষ্ণং) ত্বরিতং

প্রভুকে প্রসাদ-গ্রহণার্থ পাণ্ডাগণের যত্ন ঃ—

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম ।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥ ৯১ ॥

প্রভুর কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ-গ্রহণ ঃ—

তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিলা ।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিলা ॥ ৯২ ॥

মহাপ্রসাদাস্বাদনে প্রভুর বিস্ময় ও সাত্ত্বিক বিকার ঃ—

কোটিঅমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত-জ্ঞানে প্রেমাবেশ ; ঐশ্বর্য্যাশ্রিত-সেবক-দর্শনে সঙ্গোপন ঃ—

'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহাঁ হৈতে আইল ?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥' ৯৪ ॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ।
জগন্নাথের সেবক দেখি' সম্বরণ কৈল ॥ ৯৫ ॥

ভক্ত্যুন্মুখী মহাসুকৃতিফলে মহাপ্রসাদ লাভ ; অজ্ঞ জগন্নাথ-সেবকের প্রশ্ন ঃ—

"সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব" বলেন বারবার ।
ঈশ্বর-সেবক পুছে,—"কি অর্থ ইহার ??" ৯৬ ॥

প্রভুর কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বা মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত ।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে 'অমৃত'!! ৯৭ ॥

ফেলা বা মহাপ্রসাদের সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ, তার 'ফেলা'-নাম ।
তার এক 'লব' যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯৮ ॥

কর্ম্মোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতির ফল-বৈশিষ্ট্য বর্ণন ঃ—

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা, সেই তাহা পায় ॥ ৯৯ ॥

(ভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি-শব্দের অর্থ ঃ—

'সুকৃতি'-শব্দে কহে 'কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য' ।
সেই যাঁর হয়, 'ফেলা' পায় সেই ধন্য ॥" ১০০ ॥

উপলভোগ-দর্শনান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন ঃ—

এত বলি' প্রভু তা-সবারে বিদায় দিলা ।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-মাধুর্য্য-স্মৃতি ঃ—

মধ্যাহ্ন করিয়া কৈলা ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ১০২ ॥

প্রেমাবেশ ও কষ্টে তৎসম্বরণ ঃ—

বাহ্য-কৃত্য করেন, প্রেমে গর-গর মন ।
কষ্টে সম্বরণ করেন, আবেশ সঘন ॥ ১০৩ ॥

সন্ধ্যার পর ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

সন্ধ্যা-কৃত্য করি' পুনঃ নিজগণ-সঙ্গে ।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১০৪ ॥

পুরী, ভারতী, স্বরূপ, রায় ও ভট্টাচার্য্যাদি ভক্তগণকে গোবিন্দের মহাপ্রসাদ দান ঃ—

প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা ।
পুরী-ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥ ১০৫ ॥
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি-গণে ।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টনে ॥ ১০৬ ॥

অলৌকিক প্রসাদাস্বাদনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি' আস্বাদন ।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥ ১০৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বদ্ধজীবের প্রাকৃত ভোগ্যদ্রব্য ও কৃষ্ণের চিদিন্দ্রিয়-ভোগ্য অপ্রাকৃত চিদুপকরণ-নৈবেদ্যের গুণ-ভেদ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য ।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য ॥ ১০৮ ॥
রসবাস, গুড়ত্বক-আদি যত সব ।
'প্রাকৃত' বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥ ১০৯ ॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত ।
আস্বাদ করিয়া দেখ,—সবার প্রতীত ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। যে পবিত্র কর্ম্মে কৃষ্ণকৃপা জন্মায়, তাহাকে (ভক্ত্যুন্মুখী) 'সুকৃতি' বলে।

অনুভাষ্য

(শীঘ্রং) লোকয় (দর্শয়) ইতি (এবম্ভূতেন বাক্যেন) উন্মদঃ (উন্মত্তঃ) ইব দ্বারাধিপম্ অভিবদন্ (কথয়ন্) প্রিয়ং (কৃষ্ণং) দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ (আগচ্ছ) তদুক্তেন (দ্বারাধিপ-বাক্যেন) ধৃততদ্ভুজান্তঃ (ধৃতঃ তদ্ভুজান্তং তস্য করপ্রান্তং যেন সঃ) গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

অনুভাষ্য

৯৬-১০০। মহাভারতে ও স্কান্দে উৎকল-খণ্ডে,—"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"

৯৯। সামান্য ভাগ্য—কর্ম্মফলজন্য সৌভাগ্য।

১০৮। ঐক্ষব—ইক্ষুজাত গুড় বা চিনি ; গব্য—দুগ্ধ ঘৃতাদি।

১০৯। রসবাস—সুগন্ধ ও রসযুক্ত এলাচি ও লবঙ্গ ; গুড়ত্বক—দারুচিনি বা জৈত্রী ; প্রাকৃত—বদ্ধজীবের স্ব-সুখ-

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের চিহ্ন :—

আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥ ১১১ ॥

কৃষ্ণাধরস্পর্শ-মহিমা :—

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণোষ্ঠ-স্পৃষ্ট চিদুপকরণ—ভক্তের চিদিন্দ্রিয়োন্মাদক :—

অলৌকিক-গন্ধ-স্বাদ অন্য-বিস্মারণ।
মহা-মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১১৩ ॥

সকলকে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাসহ প্রসাদ-সম্মানার্থ আদেশ :—

অনেক 'সুকৃতে' ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ কর করি' মহাভক্তি ॥" ১১৪ ॥

কৃষ্ণাধরামৃত-আস্বাদনে সকলের প্রেমাবেশ :—

হরিধ্বনি করি' সবে কৈলা আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হইল সবার মন ॥ ১১৫ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় রায়ের শ্লোক-পাঠ :—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৬ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণাধরামৃত-যাচ্ঞা (চিত্রজল্প) :—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১১৭ ॥

স্বয়ং প্রভুর তৎসূচক শ্লোকপাঠ :—

শ্লোক শুনি' মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণসেবনোন্মুখ চিদ্‌জিহ্বার লোভবর্দ্ধক
কৃষ্ণ-ফেলা-লবামৃত :—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৮) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালিতৃষ্ণাহর-
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বা-স্পৃহাম্ ॥ ১১৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোকদ্বয়-ব্যাখ্যা :—

এত কহি' গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১২০ ॥

প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যা ; কৃষ্ণাধরামৃতের চিহ্ন-বর্ণন :—

যথা রাগ—

"তনু-মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভার বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ ১২১ ॥
নাগর, শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ১২২ ॥ ধ্রু ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। হে বীর, তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর-রাগবিস্মারক তোমার যে অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে দেও।

অনুভাষ্য

বিধানেচ্ছামূলে যে-সকল বস্তু—তাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য, সেই সকল খণ্ড, সীমাবিশিষ্ট, নশ্বর বা কালক্ষোভ্য জড়দ্রব্য।

১১৭। রাসক্রীড়াকালে কৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণৈক-প্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া রাসস্থলী হইতে যমুনাতটে আসিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন,—

হে বীর (দানবীর,) সুরতবর্দ্ধনং (সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তি যত্তৎ) শোকনাশনং (অপ্রাপ্তিজন্যদুঃখধ্বংসকং) স্বরিতবেণুনা (স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা) সুষ্ঠুচুম্বিতং (নাদামৃত-বাসিতং) নৃণাম্ ইতররাগবিস্মারণম্ (ইতরেষু কৃষ্ণেতর-বিষয়সুখেষু যঃ রাগঃ ইচ্ছা, তৎ বিস্মারয়তি বিলোপয়তি ইতি তথা তৎ) তে (তব) অধরামৃতম্ (অধর এব অমৃতং) নঃ (অস্মাকং) বিতর (দেহি)।

১১৯। হে সখি, যঃ ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। হে সখি, যাঁহার অধরামৃত—ব্রজের অতুলনীয়া কুলাঙ্গনাদিগের ইতর রসসমূহে তৃষ্ণাহরণকারী, যাঁহার ফেলা-কণ—সুকৃতিলভ্য, সুধাজয়কারিণী পর্ণবীটিকা চর্ব্বণশীল সেই মদনমোহন আমার জিহ্বাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

১২১-১৩৩। হে নাগর, তোমার অধরের চরিত্র বর্ণন করিতেছি, তুমি শুন। তিনি লোকের তনু ও মনকে ক্ষোভিত

অনুভাষ্য

প্রদীব্যদধরামৃতঃ (ব্রজে যা অতুলাঃ নিরুপমাঃ কুলাঙ্গনাঃ ব্রজবধ্বঃ তাসাম্ ইতরেষু রসালিষু যা তৃষ্ণা তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎ প্রদীব্যৎ প্রকৃষ্টরূপেণ সর্ব্বোপরি শোভমানম্ অধরামৃতং যস্য সঃ) সুকৃতিলভ্য-ফেলা-লবঃ (সুকৃতিভিঃ সৌভাগ্যবদ্ভিঃ লভ্যঃ প্রাপ্যঃ ফেলায়াঃ অধরসুধায়াঃ লবঃ স্বল্পাংশঃ যস্য সঃ) সুধা-জিদহিবল্লিকা-সুদলবীটীকা-চর্ব্বিতঃ (সুধাজিৎ অমৃতনিন্দিতং তথা অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী তস্যাং সুদলৈঃ শোভনপত্রৈঃ নির্ম্মিতা যা বীটীকাঃ তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বণং যস্য সঃ) মদন-মোহনঃ [স্ব-ফেলয়া] জিহ্বা-স্পৃহাং (সেবোন্মুখী-জিহ্বালৌল্যং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট-রায় ।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্যরস সব পাসরায় ॥ ১২৩ ॥

কৃষ্ণের বেণুর প্রতি শ্রীরাধার ঈর্ষা ঃ—

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর—বড় বাজিকর ।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১২৪ ॥
বেণু ধৃষ্ট-পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ-পান ।
'ওহে, শুন, গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১২৫ ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি', লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম ছাড়ি',
ছাড়ি' দিমু, কর আসি' পান ।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥' ১২৬ ॥

বেণু ও অধরামৃতের সম্মিলিত বলপ্রয়োগ-ফল ঃ—

অধরামৃত নিজ-স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগৎ-জন ।
আমরা ধর্ম্মে ভয় করি', রহি যদি ধৈর্য্য ধরি',
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥ ১২৭ ॥
নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি' যেন লঞা যায় ।
আনি' কথায় তোমার দাসী, শুনি' লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায় ॥ ১২৮ ॥

শ্রীরাধাদির তুষ্ণীম্ভাব ঃ—

শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি ।
না সহি' কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি',
চোরার মাকে ডাকি' কান্দিতে নাই ॥ ১২৯ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ; কৃষ্ণের অধরামৃতের মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর-সনে যার মেলা ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করেন, কন্দর্পলোভকে বৃদ্ধি করেন, হর্ষশোকাদির ভার বিনাশ করেন, অন্য রস ভুলাইয়া দেন, জগৎকে আত্মবশ করেন, লজ্জা, ধর্ম্ম ও ধৈর্য্যকে ক্ষয় করেন, নারীগণের মন মত্ত করেন ও জিহ্বার লালসা বৃদ্ধি করাইয়া আকর্ষণ করেন, বিচার করিবার সময় তাঁহার সকলই আমি বিপরীত দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ,—তুমি পুরুষ, তোমার অধরামৃতে নারীর মন আকর্ষণ করিবে,—ইহাই নিয়ম ; কিন্তু তাহা পুরুষরূপ বেণুকে আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পান করাইয়া অন্য যাবতীয় রস ভুলাইয়া দেয় ; সচেতন দূরে থাকুক, অচেতনকে সচেতন করে, অতএব তোমার অধর—একটী মহা-বাজিকর। আরও বিপরীত দেখ,—তোমার যে বেণু, সে—শুষ্ক কাষ্ঠমাত্র ; তোমার অধরামৃত আপনাকে পান করাইয়া তাহার ইন্দ্রিয় ও মন প্রস্তুত করত (চেতনবৃত্তিযুক্ত করিয়া) তাহাকে সুখ দেয়। সেই বেণু ধৃষ্টপুরুষরূপে স্বয়ং পুরুষাধর (পুনঃ পুনঃ) পান করিয়া নিজ-পান বিজ্ঞাপন করে, আর এই কথা বলে,—'ওহে গোপীগণ, তোমাদের যদি 'স্ত্রী' বলিয়া অভিমান থাকে, তাহা হইলে পুরুষাধরামৃতরূপ তোমাদের নিজ-ধন পান কর।' রাধিকা কহিতেছেন,—"সেই বেণু আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া বলে, তুমি লজ্জা-ভয় ছাড়িয়া ইহা পান কর, তাহা হইলেই আমি (তোমাকে এই অধর) ছাড়িয়া দিব ; আর তুমি যদি লজ্জা-ভয় না ছাড়, তাহা হইলে আমিই নিরন্তর পান করিব ; কৃষ্ণাধরামৃতে তোমার বিশেষ অধিকার দেখিয়া আমার একটু ভয় হয় ; অন্যসকলকেই আমি তৃণের সমান দেখি।' সেই বেণু নিজের স্বরে অধরামৃত সঞ্চার করিয়া অর্থাৎ তাহার সহিত একতা করিয়া (একযোগে বলপূর্ব্বক) এইরূপ ত্রিজগৎকে আকর্ষণ করে। আমরা গোপীগণ যদি ধর্ম্মভয় করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশেষ বিড়ম্বনা করে ; এমন কি, আমাদের লজ্জা-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া গুরুজনের সম্মুখে নীবি অর্থাৎ কটিবন্ধ খসাইয়া দেয়,—আমাদিগকে যেন কেশে ধরিয়া লইয়া যায়,—আমাদিগকে তোমার দাসী করিয়া দেয় ; লোকে তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকে (এইরূপভাবে গোপীকে স্বেচ্ছামত চালিত করে)। বাঁশি শুষ্কবাঁশের কাঠিমাত্র হইয়াও (প্রভুরূপে) আমাদিগকে অপমান করিয়া এইরূপ দশাগ্রস্ত করে। আমরা ইহা সহ্য না করিয়া আর কি করিতে পারি? চোরকে দণ্ড করিলে তাহার মা যেরূপ (পরিত্রাণ বা নিরপেক্ষ বিচারের জন্য) ডাকিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে পারে না (অর্থাৎ তাহার পক্ষে ডাকিয়া কাঁদিতে নাই অথবা কাঁদা উচিত নয়,) আমিও সেইরূপ

অনুভাষ্য

১২১। 'ভার বিনাশয়'—পাঠান্তরে 'ভাব বিলাসয়' ও 'ভাব বিনাশয়'।

১২৩। ধৃষ্ট-রায়—প্রগল্ভ বা উদ্ধত-প্রধান।

১২৮। নীবি—কটিবন্ধ, বস্ত্রবন্ধন ; খসায়—উন্মোচন করে।

সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥ ১৩০ ॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়?
বহু জন্ম পুণ্য করে, তার 'সুকৃতি' নাম ধরে,
সে 'সুকৃতে' তার লব পায় ॥ ১৩১ ॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ-পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় 'অমৃত-সার',
গোপীর মুখ করে 'আলবাটী' ॥ ১৩২ ॥
এসব—তোমার কুটিনাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি', নহ নারীর বধভাগী,
দেহ' নিজাধরামৃত দান ॥" ১৩৩ ॥

প্রভুর উৎকণ্ঠা ঃ—

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি' গেল।
ক্রোধ মন শান্ত হৈল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণাধরামৃতের পরম-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

"পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ ১৩৫ ॥
যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্ল্লজ্জ, বৃথা ধরে প্রাণ ॥ ১৩৬ ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥ ১৩৭ ॥
তাতে জানি,—কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর আদেশে রায়ের শ্লোক-পঠন ঃ—

কহ রাম রায়, কিছু শুনিতে হয় মন।"
ভাব জানি' পড়ে রায় গোপীর বচন ॥ ১৩৯ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণাধরস্পর্শসুখী বেণুর প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মৌন ধরিয়া থাকি;—অধরের এইরূপই রীতি। অধরের সহিত যাহার মিলন, তাহার আবার কুনীতি শ্রবণ কর ;—সেই অধর-স্পৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য অমৃত-সমান হইয়া 'কৃষ্ণফেলা' নাম ধরে। দেবতাগণ আরাধনা করিয়াও সেই ফেলার এক-লবও পান না। ফেলার আবার এরূপ দম্ভ যে, তাহা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারে না ; কেননা, বহুজন্মের পুণ্যক্রমে যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ হয়, সেই 'সুকৃতি'বলেই সেবক কৃষ্ণফেলার লব বা কণ পাইয়া থাকে। কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রসাদের উদ্গারকে 'অমৃতসার' বলে ; গোপীগণের মুখ—তাহা রাখিবার আলবাটী অর্থাৎ পিকদানী-সদৃশ। অতএব হে শ্যাম, তোমার এই কুটীনাটী-পরিপাটী (কৌশল) পরিত্যাগ কর, বেণুদ্বারা গোপীদিগের আর প্রাণ নাশ করিও না ; তুমি হাসিয়া হাসিয়া নারীর বধভাগী হইও না, আমাদিগকে নিজের অধরামৃত দান কর।

অনুভাষ্য

১৩০। মেলা—মিলন।

১৩১। পাতিয়ায়—প্রতীতি হয়।

১৩২। আলবাটী—আলের (লালার) বাটী, পিকদানী।

১৩৩। কুটিনাটী—কপটতা ; পরিপাটী—কারিগরি, নৈপুণ্য, কৌশল।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। 'আপনার হাসি লাগি'—'প্রথমার্থ' এই যে, নারীর বধভাগী হইলে আপনারই নিন্দা হইবে, সেরূপ না করিয়া নিজাধরামৃত দেও ; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, নিজের কৌতুকের জন্য নারীবধ করিও না।

১৪০। হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে? আর্য্য-ব্যক্তিগণ যেরূপ (কোন ভগবদ্ভক্ত) মহৎসন্তানের (জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন) করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-(সকল নদীর) জলে পুষ্ট হইয়াছে, (সেই সকল নদী স্ব-স্ব উপরিভাগস্থিত বিকশিত পদ্মনিচয়রূপ রোমসমূহদ্বারা হৃষ্ট হইতেছে) এবং যে তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-রূপ অশ্রু মোচন করিতেছে।

অনুভাষ্য

১৪০। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বনে গোচারণপূর্ব্বক বংশীধ্বনি করায় গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণের মনোহর গুণাবলী গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণবেণুর সৌভাগ্য বর্ণন করিতেছেন,—

অন্যা অন্যা ঊচুঃ,—হে গোপ্যঃ, অয়ং বেণু কিং কুশলং (পুণ্যম্) আচরৎ (অনুষ্ঠিতবান্) স্ম, যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাম্ (এব ভোগ্যাং সতীমপি) দামোদরাধরসুধাং (কৃষ্ণাধরামৃতং) স্বয়ং

প্রভুর ভাবাবেশে প্রলাপ-ব্যাখ্যা ঃ—

এই শ্লোক শুনি' প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ ; বেণুর কৃষ্ণাধরামৃতপানসৌভাগ্য-দর্শনে গোপীগণের ঈর্ষা অথচ স্তুতি-বাক্য (চিত্রজল্প) ঃ—

"অহো, ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে-সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে জানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥ ১৪২ ॥
গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধমন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥ ১৪৩ ॥ ধ্রু ॥
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর 'পুরুষজাতি',
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৪৪ ॥
যার ধন, না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য-বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৪৫ ॥
মানসগঙ্গা, কালিন্দী, ভুবন-পাবনী নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু-ঝুটাধর রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ ১৪৬ ॥
এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥ ১৪৭ ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পে হাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুরে মানি' নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি,
'বৈষ্ণব' হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৪৮ ॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ—অযোগ্য, আমরা—যোগ্যা নারী।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সইতে নারি,
তাহা লাগি' তপস্যা বিচারি ॥" ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২-১৪৯। কোন গোপী অন্য গোপীদিগকে বলিতেছেন,—'ব্রজেন্দ্রনন্দনের একি আশ্চর্য্যলীলা দেখ। ইনি অবশ্য ব্রজের কন্যাগণকে পরিণয় করিবেন, অতএব গোপীগণ জানেন যে, কৃষ্ণের অধরামৃত—তাঁহাদেরই নিজধন এবং সেই অধরামৃত অপরের লভ্য নয়।' হে গোপীগণ, বিচার করিয়া দেখ যে, এই কৃষ্ণবেণু জন্মান্তরে অবশ্য কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছিল, যদ্দ্বারা সে এরূপ কৃষ্ণাধরসুধা,—যাহার জন্য গোপীগণ প্রাণ ধারণ করিতেছে, তাহা—নিজের 'অমৃত-মুদ্রা' করিয়া লইয়াছে। এই বেণু—অতিশয় অযোগ্য, স্থাবর বংশ-জাতি ; তাহাতে আবার, 'পুরুষজাতি' হইয়া কৃষ্ণাধর-সুধা সর্ব্বদা পান করিয়া থাকে। উহা গোপীদিগের স্বকীয় ধন হইলেও সে তাহাদিগকে না বলিয়া উহা বলাৎকারে পান করে এবং গোপী-দিগকে উচ্চরবে পান করিতে আহ্বান করে। আবার, এই বেণুর তপস্যাফল এবং ভাগ্যবলও দেখ,—ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনগণ পর্য্যন্ত খাইতেছেন ; কৃষ্ণ যখন ভুবনপাবনী কলিন্দ-নন্দিনী ও মানসগঙ্গাতে স্নান করেন, তখন তাহারা (যমুনা ও মানসগঙ্গা-রূপ মহাজনগণ) লোভপরবশ হইয়া বেণুর উচ্ছিষ্ট অধররস হর্ষভরে পান করেন। নদীর কথা দূরে থাকুক, সেই নদীতীরস্থ তাপসসদৃশ পরোপকারী বৃক্ষ-সকলও কি জন্য যে মূলদ্বারা নদীর উপভুক্ত 'শেষরস' আকর্ষণ করিয়া পান করে, তাহা বুঝিতে পারি না। সেইসকল বৃক্ষ নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প-বিকাশরূপে হাস্যবিকশিত হইয়া 'মধুমিষে' অর্থাৎ মধুচ্ছলে অশ্রুধারা নিক্ষেপ করে ; মনে হয়, আর্য্যপুরুষদিগের পুত্রপৌত্র বৈষ্ণব হইলে তাহারা যেরূপ আনন্দ-বিকার লাভ করেন, বৃক্ষ-গণ স্ব-বংশীয় বৃক্ষজাতিরূপ বেণুকে সেইরূপ মানিয়া কার্য্য করিতেছেন। এখন কথা এই যে, বেণু—নিতান্ত অযোগ্য, কিন্তু আমরা—যোগ্যা নারী ; বেণুর যে কি তপস্যা, তাহা জানিতে পারিলে আমরাও সেইরূপ তপস্যা করিব। আমাদের মনের কথা

অনুভাষ্য

(স্বাতন্ত্র্যেণ) অবশিষ্টরসং (কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি, তথা) ভুঙ্‌ক্তে ; হ্রদিন্যঃ (যাসাং পয়সা পুষ্টঃ তাঃ মাতৃতুল্যাঃ নদ্যঃ) হৃষ্যত্বচঃ (জাত-রোমহর্ষাঃ বিকসিতকমলবন-মিষেণ রোমাঞ্চিতাঃ) [লক্ষ্যন্তে] ; আর্য্যাঃ (কুলবৃদ্ধাঃ) যথা [স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্টা পুলকিতাঃ সন্তঃ অশ্রু মুঞ্চন্তি, তদ্বৎ] তরবঃ (যেষাং বংশে স জাতঃ তে) অশ্রু (মধুধারা-মিষেণ আনন্দাশ্রু) মুমুচুঃ।

১৪৪। 'যে কৈল অমৃতমুদা'—কাহারও মতে, অমৃতকেও যাহা স্বমাধুর্য্যবলে আচ্ছাদন (পরাভূত) করে।

১৪৮। মধু-মিষে—মধুধারা-ছলে (শ্রীধরস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ঃ—

এতেক বিলাপ করি', প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায়।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৫০ ॥

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি; এইজন্যই বেণুর তপস্যা বিচার করিতেছি।

১৪৫। মহাজনে—মানসগঙ্গা ও যমুনা; ইহারা 'পুণ্য-নদী' বলিয়া 'মহাজন'।

১৪৭। পবিত্র নদী হইলেও ইহারা—নদী, অতএব তাহাদের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই কার্য্য (অর্থাৎ বেণুর উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধরামৃতরস-পান) সম্ভব হইতে পারে।

১৪৯। এ অযোগ্য—এই বেণু স্থাবর-বস্তু, সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃত পাইতে অযোগ্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যে রাত্রিতে দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাপ্রভু যে তৈলঙ্গী-গাভীর মধ্যে কমঠাকারে পড়িয়াছিলেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুরু-মুখে শ্রৌতপন্থায় গৌরের অপ্রাকৃত লীলা-বর্ণন ঃ—

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর উন্মাদ ও প্রলাপ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩ ॥

প্রভুর তৎকালীন নিত্যসঙ্গী ঃ—

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঞাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

স্বরূপের ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুর সেবন ঃ—

যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥ ৫ ॥

প্রভুপ্রিয় গ্রন্থ হইতে রায়ের শ্লোকপাঠ ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥ ৬ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্লোক-পাঠ ও বিলাপোক্তি ঃ—

মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥

প্রভুর শয়নান্তর উভয়ের প্রস্থান ঃ—

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।
গোসাঞিরে শয়ন করাই' দুঁহে ঘরে গেল ॥ ৮ ॥

প্রভুর উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা (স্বচক্ষে) দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই লিখিতেছি।

অনুভাষ্য

১। যৈঃ (সৌভাগ্যবদ্ভির্দামোদর-রঘুনাথ-প্রমুখৈঃ অন্তরঙ্গৈঃ ভক্তৈঃ) শ্রীলগৌরেন্দোঃ (গৌরচন্দ্রস্য) অদ্ভুতম্ (অশ্রুতচরম্) অলৌকিকম্ (অদৃষ্টচরং) দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং (মহাভাবান্মত্তে-হিতং) দৃষ্টং (প্রত্যক্ষীকৃতং) তন্মুখাৎ (তেষাং শ্রীগুরূণাং কীর্ত্তন-কারিণাং শ্রীমুখাদেব) তৎ শ্রুত্বা [ময়া] লিখ্যতে।